গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
এনএসসি ভবন (লেভেল ১৬) ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
www.nrcc.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৮.২০.০০০০.০০৭.০৬.০১৯.২৩.৮৮৪

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **নীলফামারী জেলাধীন ডিমলা উপজেলার কুমলাই (কামনাই) নদী ও তিস্তা নদীর অবৈধ দখল, নাউতারা নদী এবং তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় নদীর নাব্যতা সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন**

সূত্র: ১৮.২০.০০০০.০০৭.০৬.০১৯.২৩.৭৯৩, তারিখ: ১৫-০৭-২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও পরিবীক্ষণ) ও সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) কর্তৃক ১৬-২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে নীলফামারী জেলাধীন ডিমলা উপজেলার কুমলাই (কামনাই) নদী ও তিস্তা নদীর অবৈধ দখল, নাউতারা নদী এবং তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় নদীর নাব্যতা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় এবং মতবিনিময় সভা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনের প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হলো।

১৪-০৮-২০২৪
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক(প্রশাসন ও পরিবীক্ষণ)

চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

AD (P)

১৪-০৮-২০২৪
মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)

☐ উপপরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)
☐ উপপরিচালক গবেষঃ ও পরিঃ/হাইড্রোঃ/আরকোঃ
☐ সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)/
গবেষণা/পরিবীক্ষণ/পরিবেশ/ভূ বিজ্ঞান/জিও টেকঃ/
পানি প্রকৌঃ/আইন
পরিচালক (প্রশাঃ ও পরিবীক্ষণ)

প্রতিবেদনের অংশ:

১৭-১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে কমিশনের দুইজন কর্মকর্তা কর্তৃক নীলফামারী জেলাধীন ডিমলা উপজেলার কুমলাই (কামনাই) নদী ও তিস্তা নদীর অবৈধ দখল, নাউতারা নদী এবং তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় নদীর নাব্যতা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে ও মতবিনিময় সভায় ডিমলা- ডোমার সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য জনাব আফতাব উদ্দিন সরকার; উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডিমলা; সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডিমলা; পরিচালক, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর; উপজেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময় থেকে জানা যায় যে, তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিস্তা নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য বালু উত্তোলন করা হয় যা আপাতত বন্ধ রয়েছে। পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বর্তমানে চলমান রয়েছে। ডিমলা উপজেলার গয়াবাড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর ২৬ জুন ২০২৪ তারিখের ১৩ নং স্মারক অনুয়ায়ী, এসএ এবং বিএস জরিপ অনুসারে গয়াবাড়ি ইউনিয়নে কামনাই নদীর অবৈধ দখলদারের সংখ্যা ২৭১ জন।

চিত্র:ইউএনও কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা

উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য এবং সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

(১) নাউতারা ইউনিয়নের আকাশকুড়ি মৌজায় প্রবাহিত নাউতারা নদীটি বর্ষাকালে সচল থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির প্রবাহ থাকে না। আকাশকুড়ি মৌজায় নাউতারা নদীর ব্রীজের (N26±10'33.2", E 88±58'11.5") ভাটিতে নদীর তীরে ভাঙ্গন এবং উজানে নদীর মাঝে চর পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়;

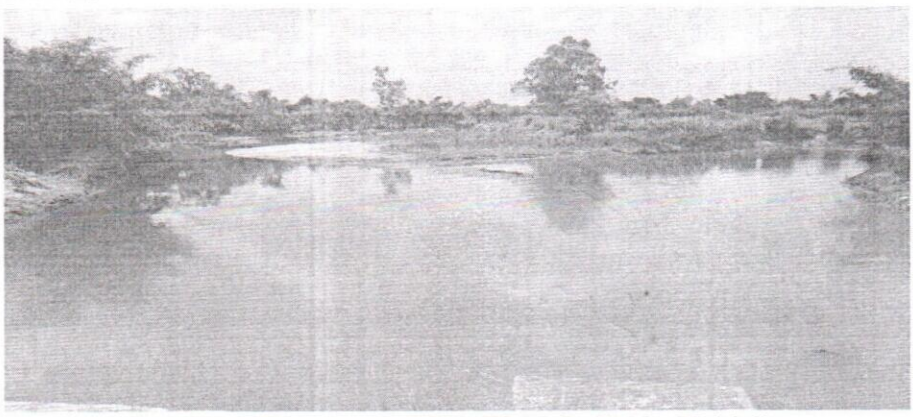

চিত্র: নাউতারা নদী, ব্রিজের উজানে (N26±10'33.2", E 88±58'11.5")

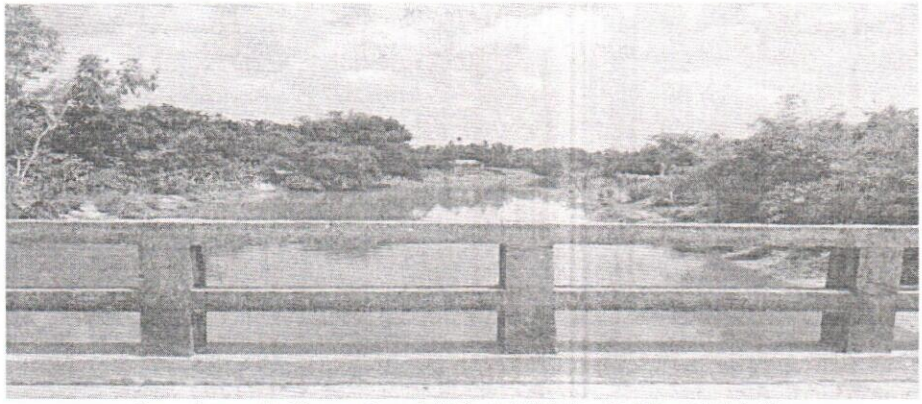

চিত্র: নাউতারা নদী, ব্রিজের ভাটিতে (N26±10'33.2", E 88±58'11.5")

(২) তিস্তা নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে তিস্তা নদীতেই পতিত কুমলাই নদী (কামনাই নদী) দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ কি.মি.। উপজেলার ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর তথ্যমতে, প্রায় ৩০ বছরেরও আগে কুমলাই নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে পুরাতন প্রবাহ বন্ধ হয়ে নতুন প্রবাহ বর্তমানে চলমান রয়েছে। গতি পরিবর্তনের কারণে কুমলাই নদীর পুরাতন প্রবাহের জমিতে বসতবাড়ি, চাষাবাদ, স্কুল-কলেজ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, পুকুর, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। গয়াবাড়ি ইউনিয়নে গয়াবাড়ি মৌজায় (N26±11'02.0", E 88±58'50.4"), টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়নে (N26±11'35.1", E 88±58'39.2"), দক্ষিণ খড়িবাড়ি (ছিটমহল) মৌজা (N26±11'42.0", E 88±58'35.7"), গয়াবাড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম খড়িবাড়ি মৌজা ও খগাখড়িবাড়ি ইউনিয়নে দহরপাড়া মৌজা(N26±12'39.6", E 88±57'55.4") , দক্ষিণ খড়িবাড়ি মৌজা (N26±11'13.3", E 88±58'40.4") , শুটিবাড়ি বাজার (N26±10'56.8", E 88±59'28.3") সহ অন্যান্য স্থানে কুমলাই নদী বা কামনাই নদীর জমিতে শুটিবাড়ি বাজার, মতির বাজার, দয়াবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শুটিবাড়ি সেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা, দিলরুবা কিন্ডার গার্ডেনসহ বসতবাড়ি, চাষাবাদ, স্কুল-কলেজ, শতাধিক দোকান, হাট-বাজার, পুকুর, হাসপাতাল এবং রাস্তাঘাট অবৈধভাবে করা হয়েছে। অবৈধ স্থাপনার মধ্যে নদীর বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহ বন্ধ করে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। উপজেলার ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্তৃক জানানো হয় যে, জরিপ অনুসারে নদীটির নাম কামনাই নদী; ডিমলা উপজেলায় দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন হয়নি এবং এডি লাইন টানা হয়নি। আশির দশকে শেষে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত তিস্তা নদীর তীর রক্ষা বাঁধের কারণে কুমলাই বা কামনাই নদীর সংযোগ তিস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় মর্মে স্থানীয় জনগণ থেকে জানা যায়। ডিমলা উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য মতে, ডিমলা উপজেলার গয়াবাড়ি ইউনিয়নে কুমলাই বা কামনাই নদীর একাধিক স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহকে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে এবং সিএস মোতাবেক প্রায় ৪০.০৭ একর নদীর জমি বেদখল হয়েছে।

চিত্র: শুটিবাড়ি এলাকা সংলগ্ন কুমলাই বা কামনাই নদীর দখল (N26±10'56.8", E 88±59'28.3")

চিত্র: তিস্তা নদীর তীর রক্ষা বাঁধ

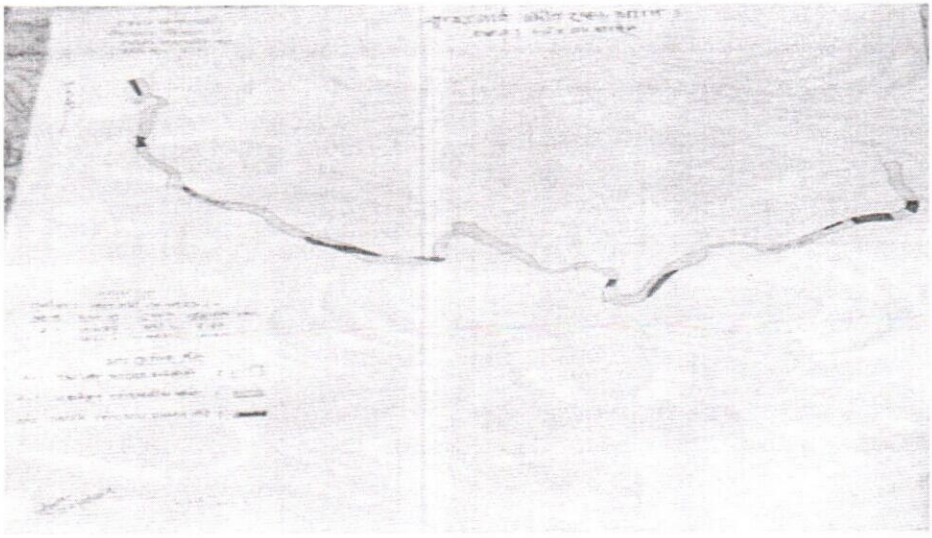

চিত্র: ডিমলা উপজেলার গয়াবাড়ি ইউনিয়নের কুমলাই বা কামনাই নদীর ম্যাপ

(৩) নীলফামারী জেলাধীন ডিমলা উপজেলা ও লালমনিরহাট জেলাধীন হাতীবান্ধা উপজেলার সীমানায় তিস্তা ব্যারেজের কয়েকটি গেইট সংলগ্ন স্থানে (N26±10'48.6", E 89±03'17.4") নদীর পলি ও বালি জমাটের কারণে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে।

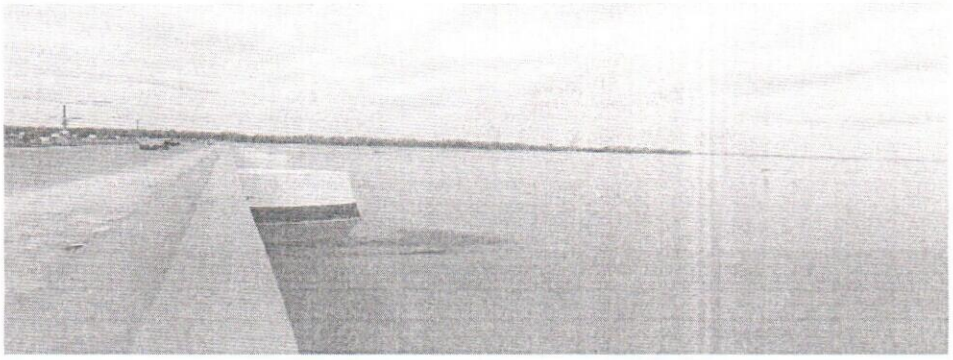

চিত্র: তিস্তা ব্যারেজের গেইট সংলগ্ন তিস্তা নদীর নাব্যতা হ্রাস (N26±10'48.6", E 89±03'17.4")

নীলফামারী জেলাধীন কুমলাই বা কামনাই নদী, নাউতারা নদী ও তিস্তা নদী এবং তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন তিস্তা পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সুপারিশ করা হলো:

ক্রম নং	সুপারিশ
১	নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার কুমলাই নদী বা কামনাই নদীর সীমানা নির্ধারণের জন্য সিএস, এসএ, আরএস, বিএস এবং বর্তমান প্রবাহের ভিত্তিতে পেন্টাগ্রাফ তৈরিপূর্বক নদীর সীমানা নির্ধারণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসক, নীলফামারী-কে সুপারিশ করা যায়।
২	কুমলাই নদী বা কামনাই নদীর জমিতে অবৈধ স্থাপনা ও রাস্তাঘাট উচ্ছেদপূর্বক সিএস অনুযায়ী নদীর জমি রক্ষা করা প্রয়োজন। সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী গয়াবাড়ি ইউনিয়নে নদীর জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন রেকর্ড হওয়ায় উক্ত ইউনিয়নসহ অন্যান্য ইউনিয়নের নদীর জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন রেকর্ড হয়ে থাকলে রেকর্ড বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নীলফামারী-কে সুপারিশ করা যায়।
৩	নদীর জমি থেকে রাস্তা উচ্ছেদপূর্বক প্রয়োজনে সিএস অনুযায়ী নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারকরত প্রয়োজন অনুযায়ী তীর থেকে তীর পর্যন্ত ব্রিজ নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসক, নীলফামারী; নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নীলফামারী ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নীলফামারী-কে সুপারিশ করা যায়।
৪	কুমলাই বা কামনাই নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক নদীর পুরাতন ও নতুন প্রবাহের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নীলফামারী ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নীলফামারী-কে সুপারিশ করা যায়।
৫	তিস্তা নদীর নাব্যতা রক্ষায় তিস্তা ব্যারেজের গেইট সংলগ্ন স্থানের প্রয়োজনে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল জরিপপূর্বক ব্যারেজ অক্ষুন্ন রেখে আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে বালু উত্তোলন করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নীলফামারী-কে সুপারিশ করা যায়।
৬	ডিমলা উপজেলার নাউতারা নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নীলফামারী-কে সুপারিশ করা যায়।

১৪-০৮-২০২৪
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক(প্রশাসন ও
পরিবীক্ষণ)

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) কামনাই নদীর অবৈধ দখলদারের তালিকা

(২) নীলফামারী কুমলাই ম্যাপ